ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৫

অবস্থানপত্র

ক্ষমতায়িত নারী, জাগ্রত বিবেক, দুর্নীতি রুখবেই

স্বাধীনতা পরবর্তী ৪৩ বছরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জন অনেক। বিশেষ করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অর্জন আন্তর্জাতিক ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) মনে করে, নারী-পুরুষের বৈষম্য রোধ, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নে এ অগ্রগতি আরো তরান্বিত হতে পারতো যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রত্যাশিত অর্জন সম্ভব হত।

সমঅধিকার ও সমমর্যাদা মানুষের জন্মগত অধিকার। সকল পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমতা মৌলিক অধিকার এবং একই সাথে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তবে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং আইনের শাসনে ঘাটতির ফলে সমাজে সুবিধাভোগী এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে বৈষম্য প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো নারীকে অবদমন এবং নারীর অধিকার হরণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাহীন করে তুলছে। ফলে অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ন্যায় নারীরাও আজ দুর্নীতি, অন্যায্যতা আর বিচারহীনতার শিকারে পরিণত হচ্ছে।

৮ মার্চ অন্তর্জাতিক নারী দিবসে এবছর UN Women ঘোষিত প্রতিপাদ্য **"নারীর ক্ষমতায়নকে মানবতার ক্ষমতায়ন হিসেবে তুলে ধর"(Empowering Women, Empowering Humanity: Picture it!)**। টিআইবি মনে করে, ক্ষমতা কাঠামোতে জবাবদিহিতার ঘাটতি সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় যা প্রতিরোধে নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম পূর্বশর্ত। এজন্য আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি চাই নারী-পুরুষের সমঅধিকারের প্রতি সংবেদনশীল বিবেক। আর এজন্য এবছর নারী দিবসে টিআইবি'র মূল প্রতিপাদ্য **"ক্ষমতায়িত নারী, জাগ্রত বিবেক, দুর্নীতি রুখবেই"**। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও টিআইবি সনাক ও জাতীয় পর্যায়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এ প্রতিপাদ্য এগিয়ে নিতে দিবসটি উদ্‌যাপন করছে।

নারীর ক্ষমতায়নে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার: নারী-পুরুষসহ সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণির মানুষের সমতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তি (আইসিইএসসিআর) এবং অন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তি (আইসিসিপিআর), ১৯৮৪ সালে নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও), ১৯৯৫ সালে বেইজিং একশন এবং সর্বোপরি ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি)-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

নারীর ক্ষমতায়নে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ: নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ বিভিন্ন আইন ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা (সংশোধিত-২০১১) প্রণয়নের পাশাপাশি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারী শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসহ ছাত্রীদের জন্য স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যায়নরত মোট শিক্ষার্থীর ৫০ শতাংশকে উপ-বৃত্তি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৪০ শতাংশ ছাত্রী। নারীর স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবায় নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে গর্ভকালীন স্কীম, মাতৃত্বকালীন ভাতার পাশাপাশি কমিউনিটি পর্যায়ে ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করার আইনগত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় সংরক্ষিত তিন জন নারী এবং উপজেলায় (এক জন) নারী ভাইস-চেয়ারম্যান এর পাশাপাশি জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন পঞ্চাশ-এ উন্নীত করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে নারী স্পীকার নির্বাচন এবং আপিল বিভাগে নারী বিচারপতি নিয়োগ নারীর ক্ষমতায়নের উজ্জ্বলতম একটি দৃষ্টান্ত। নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চাকুরীতে নারী কোটা, অন্যান্য খাতের ন্যায় সেনাবাহিনীর নন-কমিশন এবং অফিসার পদেও নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তি শুরু হয়েছে। নারীর ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান, আয়কর প্রদানে আয়ের সীমা বর্ধিতকরণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস (জয়িতা)সহ নানামুখি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নকে বিবেচনা করে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ: নারীর ক্ষমতায়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আন্তঃসম্পর্কে আবদ্ধ। একদিকে দুর্নীতি যেমন নারীর ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করে, অন্যদিকে নারীর ক্ষমতাহীনতা দুর্নীতির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সমাজে চলমান দুর্নীতির সবচেয়ে বেশি শিকার হচ্ছে নারী। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর বৈশ্বিক দুর্নীতি পরিমাপক-২০১৩ অনুযায়ী, পুরুষের চেয়ে নারী তুলনামূলক বেশি বিশ্বস্ত এবং কম দুর্নীতিগ্রস্ত। বিশ্বব্যাপী নারীরা পুরুষের চেয়ে ঘুষ প্রদানের ক্ষেত্রেও বেশি অনাগ্রহী। উক্ত পরিমাপক অনুযায়ী, বৈশ্বিকভাবে ২০১৩ সালে ২৭% পুরুষ যেখানে কমপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠানে ঘুষ প্রদান করেছে, সেখানে নারীর ক্ষেত্রে এই হার ২২%। টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ-২০১২ অনুযায়ী, বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় সেবাখাত বিশেষ করে শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, বিদ্যুৎ, শ্রম অভিবাসন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি খাতে পুরুষের তুলনায় নারী দুর্নীতির শিকার হচ্ছে বেশি। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সেবা নিতে মোট ৪২.৭ শতাংশ নারী দুর্নীতির শিকার হয় যেখানে পুরুষের হার ২৯.৮ শতাংশ। পৃথিবীর যেসব দেশ দুর্নীতিকে কার্যকর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সফল হয়েছে, সেসব দেশে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে রাজনীতি, জনপ্রতিনিধিত্ব, নীতিকাঠামো, প্রশাসক ও

সেবাখাতে নারীর অবস্থানি উল্লেখযোগ্য ভাবে ক্ষমতায়িত। টিআইবি মনে করে, দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন আর নারীর ক্ষমতায়নের আন্দোলন একসূত্রে গাঁথা। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অর্জন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন: নারীশিক্ষার অগ্রগতি, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা প্রভৃতিতে বাংলাদেশ দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধন করেছে। ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন সূচক-২০১৪ অনুযায়ী, জেন্ডার উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭ যা পূর্বের চেয়ে ইতিবাচক। এছাড়া বাংলাদেশ এমডিজি পর্যালোচনা প্রতিবেদন-২০১৪ অনুযায়ী, ২০০৬-২০১০ পর্যন্ত চাকুরীতে নারীর প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.৮ শতাংশ যেখানে পুরুষের হয়েছে ১.২ শতাংশ। বিশেষ করে চ্যালেঞ্জিং পেশা যেমন: সাংবাদিকতা, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও বিচার বিভাগে নারীর অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে। এছাড়া ১৫-২৪ বছর বয়সের স্বাক্ষরতা হারের ক্ষেত্রেও নারীর অবস্থান তুলনামূলক বেশি (নারী-৭৮.৮৬ শতাংশ এবং পুরুষ ৭৮.৬৭ শতাংশ)।

নারীর ক্ষমতায়নে উপরিউক্ত ইতিবাচক অগ্রগতি সাধিত হলেও এখন পর্যন্ত নারীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি নারীর অভিগম্যতা, ন্যায্যতা, সম্পদের মালিকানা, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অর্জন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ এমডিজি পর্যালোচনা প্রতিবেদন-২০১৪ অনুযায়ী, অকৃষিখাতে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করলেও বর্তমানে এই হার মাত্র ১৯.৮৭ শতাংশ। এছাড়া রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হলেও বর্তমানে এই হার ২-৪% (তথ্যসূত্র: **BANGLADESH GENDER COUNTRY PROFILE**) । টিআইবি'র পার্লামেন্ট ওয়াচ প্রতিবেদন-২০১৪ অনুযায়ী, দশম জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যের হার মাত্র ৬ শতাংশ যদিও সংরক্ষিত আসনসহ এই হার ২০ শতাংশ। অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদে নারী সদস্য নির্বাচিত হলেও তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেন না। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও পুরুষতান্ত্রিক প্রভাবে নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র এখনো অনেকটা বিবর্ণ।

টিআইবি মনে করে, দুর্নীতির ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির কারণে, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাগ্রত বিবেকের ঘাটতি প্রভৃতি সমাজে ন্যায্যতা ও আইনের শাসনকে দুর্বল করে তুলছে যা নারীর প্রতি বৈষম্য ও তার অধিকার হরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। নারীকে ক্ষমতাহীন রেখে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। টিআইবি জাতীয় পর্যায় এবং ৪৫টি সনাক অঞ্চলে বাস্তবায়িত প্রতিটি কার্যক্রমকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার পাশাপাশি নারীনেতৃত্ব বিকাশ এবং নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করছে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং মানবিক মূল্যবোধে জাগ্রত বিবেকের সমন্বিত প্রয়াসেই দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৫ উপলক্ষে টিআইবি নিম্নেলিখিত ১১ দফা দাবি উত্থাপন করছে-

- **জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে প্রণীত জাতীয় কর্মকৌশল সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ উপায়ে বাস্তবায়ন করতে হবে;**
- **সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে।**
- **নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সকল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;**
- **ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে নারীর অধিকার হরণ প্রতিরোধে অপরাধীদের বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে এবং এ লক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে;**
- **'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯' অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী প্রার্থী মনোনয়ন বৃদ্ধি করতে হবে; সকল রাজনৈতিক দলের কমিটিতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তিসহ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ করতে হবে;**
- **রাষ্ট্রকাঠামোসহ আর্থ-সামাজিক ও জনজীবনের সকল পর্যায়ে নারীর সমঅধিকারভিত্তিক সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণ করতে হবে। সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে;**
- **সমমজুরী, নারী শ্রমিকের অনুকূল কর্মপরিবেশ, নির্দিষ্ট শ্রমঘণ্টা ও ন্যায্য ছুটি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;**
- **সরকারিভাবে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জনে কর্মপরিকল্পনা এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেল গঠন ও শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;**
- **নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণে গণ সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে; এবং**
- **নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপকারী সনদ (সিডও)-এর সংরক্ষিত ধারা-২ 'নারীর প্রতি সকল প্রকারের বৈষম্যের নিন্দা করে এবং উপযুক্ত সকল উপায় ও অবিলম্বে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের একটি নীতি অনুসরণ' এবং ১৬(১)(সি) 'বিবাহ এবং এর বিচ্ছেদ কালে একই অধিকার ও দায়িত্ব' উন্মুক্তকরণসহ সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে;**
- **আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র এবং স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।**

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেক্ষাপট:

পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে নারীর ন্যায্য মজুরী, শ্রমঘণ্টা নির্ধারণ ও ভোটাধিকারের দাবিতে প্রথম আন্দোলনের সূচনা হয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০৯ সালে। এরপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী দিবস উদ্‌যাপনের জন্য জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা **ক্লারা জেটকিন** ১৯১০ সালে কোপেনহেগেন-এ অনুষ্ঠিত শ্রমজীবী নারীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯১১ সালের ১৯ মার্চ নারীর অধিকার আদায়ে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হলেও জাতিসংঘ কর্তৃক প্রথম ১৯৭৫ সালকে **'নারী বছর'** ঘোষণার পাশাপাশি ৮ মার্চ বিশ্বব্যাপী নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কার্যকরী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।